Book review - Shramana (shaishab) by Amitavo Das

শ্রমণা
শৈশব সংখ্যা

সম্পাদক
চন্দ্রাণী বসু

আলোচক : অমিতাভ দাস

শ্রমণ পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। প্রথম সংখ্যা শৈশব সংখ্যাতে লিখেছিও একটি ছোটদের গল্প এবং পত্রিকা সম্পাদক আমার এক সাহিত্যপ্রাণ বন্ধু, পাঠকও বটে। ফলত শ্রমণের সঙ্গে একটা আত্মিক টান বা নৈকট্য আছে আমার। সেই পত্রিকাটি সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলতেই এই আলোচনার অবতারণা। পড়লাম। একটু সময় নিয়েই পড়লাম। প্রথম দিনেই আমাকে মুগ্ধ করেছিল বন্ধুগাছের লেখক ময়ুখ ঘোষ। মুগ্ধ হয়েছিলাম ছোটদের আঁকা ছবিগুলি দেখে। বিশেষ করে ১, ৮, ১০ নং ছবিগুলি চমৎকার লেগেছে আমার। আর প্রতিসরণে আর দুই আর সাত নং ছবি লেগে রয়েছে চোখে ।

গল্প পড়লাম। সায়ন্তনী সায়ন্তনী বসু চৌধুরী কখনো খারাপ গল্প লেখে না। আমি ওঁর একটিও দুর্বল গল্প পড়িনি। আমার খুব প্রিয় লেখক সে। এবারেও মুগ্ধ করেছে। পারমিতা চক্রবর্ত্তী, গল্পটা পড়ে ওঁকে বলেছিলাম ভালো লাগার কথা। তবে বড্ড সংক্ষিপ্ত হয়েছে। পাঠক হিসেবে যে আরো চাইছিলাম। ভালো লিখেছে পিয়ালী, পিয়ালী মজুমদার খুব কম লেখে। তবে চমৎকার গল্পের হাত ওঁর। হ্যান্ডসেক দাদুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে সে। মানসী দি, মানসী গাঙ্গুলীর গল্পটি শিকারের। বেশ ভালো। মানসীদির বড় গুণ তাঁর ঝরঝরে গদ্য। দারুণ লেগেছে প্রসাদ বিশ্বাসের কল্প বিজ্ঞানের গল্পটি। সংক্ষিপ্ত অথচ টানটান - বেশ অন্যরকম। শুভশ্রী সাহার গদ্যটি খুব প্রয়োজনীয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। ছড়া কবিতায় সংস্কৃতি, নীলম, কৌশিক, দীপঙ্কর বেরা, বিশ্বনাথ গরাই, পিয়াংকী, সুদর্শন প্রতিহার, সিলভিয়া ঘোষ, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় মুগ্ধ করলেন। চমৎকার প্রচ্ছদ। শিল্পীকে জানাই ধন্যবাদ । শুক্লা মালাকারের গল্পটি একটি তিব্বতি অনুবাদ গল্প। এখন কথা হচ্ছে গল্পটি কার লেখা ? মানে মূল লেখকের নাম ও পরিচয় নেই। গল্পের উৎস সূত্রটি থাকা দরকার ছিল। পাঠক আসল লেখককে খুঁজে পেল না এখানে। লেখাটি বেশ।তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল লেখকের নাম থাকাটা জরুরী। প্রথম সংখ্যাতেই বাজিমাৎ করেছে শ্রমণা। সবচেয়ে ভালো লাগছে খুব দুর্বল লেখাকে ঠাঁই দেয়নি শ্রমণ। অখ্যাত বা অল্পখ্যাত লেখকদের নিয়েও যে ভালো কাজ করা যায় শ্রমণ দেখিয়ে দিলো। পাঠক হিসেবে একটা প্রত্যাশা তৈরী হয়েছে আমাদের। শ্রমণের জয় হোক।